

উপস্থিত : মোঃ হাসান জামান, জজ অর্থাধীন আদালত নং-১, ঢাকা

আদেশ নং- ১৫৪

তারিখ-১০/০৫/২০২৬

অদ্য অত্র মিস মামলায় আদেশের জন্য ধার্য্য আছে।

দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষ উভয়ে হাজিরা দাখিল করেন। অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

### আদেশ

১) দরখাস্তকারী আলহাজ্ব আবদুর রহিম গং ওয় পক্ষ হিসাবে বিগত ০২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংক লি. সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে অর্থাধীন আদালত আইন ২০০৩ এর ৩২(২) ধারা তৎসহিত দেওয়ানী কার্য বিধি আইন এর ২১ আদেশের ৫৮ বিধি মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল পূর্বক বর্ণিত 'খ' তফসিলোক্ত সম্পত্তি ডিক্রীজারি মামলা হতে অবমুক্তি সহ উহার দখল পাওয়ার প্রার্থনা করেছেন।

অর্থাধীন আদালত নং-৩ এ দায়েরকৃত দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলীয় উক্ত দরখাস্ত মিস ০৫/২০১৮ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ২৬/১০/২০২২ খ্রিঃ মামলাটি অত্র আদালতে বদলী করা হলে উহা নতুনভাবে মিস কেস নং ৮০/২০২২ হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়।

২) দরখাস্তকারী ওয় পক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, অত্র মামলার ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ ১ নং প্রতিপক্ষ (National Bank Limited) হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণের নিরাপত্তা স্বরূপ ৪ নং প্রতিপক্ষ ১০/০৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ৪৬৪২ নং বন্ধকী দলিল এবং ৪-৯ নং প্রতিপক্ষ ০৭/০৫/২০০১ খ্রিঃ তারিখে ১৫৮০ নং বন্ধকী দলিল মূলে দরখাস্তে বর্ণিত 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংক এর অনুকূলে বন্ধক প্রদান করেন। একই সঙ্গে ৪৬৪৩ নং সাধারণ আমমোজারনামা দলিলও সম্পাদিত হয়। পরবর্তীতে ঋণগ্রহীতাগণ নির্ধারিত সময়ে ঋণের বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংক ১৩,৪৩,১৫৫/- টাকা আদায়ের লক্ষ্যে অর্থাধীন মামলা নং ৭৪/২০০৭ দায়ের করে। উক্ত মামলায় ২৯/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে রায় এবং ০৫/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ডিক্রি হয়। ডিক্রির পরও পাওনা অর্থ পরিশোধ না হওয়ায় ডিক্রিদার ব্যাংক অর্থজারি মামলা নং ২৬/২০১০ দায়ের করে। উক্ত জারি মামলায় বর্ণিত 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ১০ নং প্রতিপক্ষ ২৪/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৮৫০৯ নং সাফ কবলা দলিলমূলে নিলাম খরিদ করেন।

৩) দরখাস্তকারীগণের বক্তব্য অনুযায়ী, নিলাম খরিদার ১০ নং প্রতিপক্ষ আদালতের কোনো পূর্বানুমতি বা নির্দেশ ব্যতিরেকে ৩০/১১/২০১৬ খ্রিস্টাব্দে দরখাস্তকারীগণের দখলাধীন দরখাস্তে বর্ণিত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে দখল গ্রহণের চেষ্টা করেন। এতে দরখাস্তকারীগণ বাধা প্রদান করলে ১০ নং প্রতিপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় পিটিশন মামলা নং ৪৭/২০১৬ দায়ের করেন, যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয়। পরবর্তীতে ১০ নং প্রতিপক্ষ পূর্ববর্তী কার্যধারার বিষয়টি গোপন রেখে পুনরায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় পিটিশন মামলা নং ৯৭/২০১৭ দায়ের করেন। তদন্ত শেষে উক্ত মামলায় ১০ নং প্রতিপক্ষ এর দখল প্রমাণিত না হওয়ায় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দাগ ও অবস্থান ভিন্ন হওয়ায় মামলাটি খারিজ করা হয়। এরপর একই বিষয় ও একই সম্পত্তি নিয়ে পুনরায় পিটিশন মামলা নং ৩/২০১৮ দায়ের করা হলে তদন্ত প্রতিবেদনে আর.এস. দাগ নম্বরের অমিল প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত মামলাটিও খারিজ করা হয়।

৪) দরখাস্তকারীগণ আরও উল্লেখ করেন যে, ১০ নং প্রতিপক্ষ এর ৮৫০৯ নং সাফ কবলা দলিলে আর.এস. দাগ নং ১৭৬৩ উল্লেখ আছে, যা বাস্তবে আদালতের বেইলিফ কর্তৃক দখল প্রদানকৃত সম্পত্তির দাগ ও অবস্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ অমিল। একইভাবে সাফ কবলা দলিল, মূল বন্ধকী দলিল এবং অর্থাধীন মামলায় বর্ণিত সম্পত্তির চৌহদ্দির সঙ্গে

বেইলিফ কর্তৃক দখল প্রদানকৃত সম্পত্তির কোনো সাদৃশ্য নেই। তথাপি, ১০ নং প্রতিপক্ষ আদালতকে বিভ্রান্ত করে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় দরখাস্তকারীগণের নিজস্ব দখলাধীন 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বেআইনিভাবে জবরদখল করেন।

৫) দরখাস্তকারীগণের আরো বক্তব্য এই যে, দরখাস্তে বর্ণিত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কখনো কোনো ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে বন্ধক প্রদান করা হয়নি, উক্ত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে কোনো অর্থঋণ মামলা বা ডিক্রি হয়নি, এবং নিলাম কার্যক্রমের সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, উক্ত সম্পত্তি ডিক্রিকৃত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তা ডিক্রি ও জারি কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ঘোষণা করা একান্তভাবে ন্যায্যসঙ্গত ও সমীচীন।

৬) দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের আরও বক্তব্য এই যে, ২-৯ নং প্রতিপক্ষ এর ঋণদায়ের প্রেক্ষিতে আদালত কেবলমাত্র দরখাস্তে বর্ণিত 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বিষয়ে রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত ডিক্রির জারি কার্যক্রম পরিচালনার সময় ডিক্রিভুক্ত সম্পত্তির পরিবর্তে দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের স্বত্ব ও দখলাধীন দরখাস্তে বর্ণিত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ২১/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তারিখে নিলাম খরিদার প্রতিপক্ষ নং ১০-এর নিকট অবৈধভাবে দখল বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণ গুরুতর ও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হন। দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের দাবি, 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির খতিয়ান, দাগ নম্বর, জমির পরিমাণ ও চৌহদ্দির সঙ্গে অর্থঋণ মামলায় বর্ণিত 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির কোনো প্রকার মিল বা সাদৃশ্য নেই। তথাপি প্রতিপক্ষ নং ১০, নিলাম খরিদার হিসেবে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এবং পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনীর সহায়তায় ডিক্রির আওতাবিহীন 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বেআইনিভাবে দখল করেন।

৭) দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের মালিকানা সংক্রান্ত বক্তব্য এই যে, 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন জনাব লাল মিয়া, যিনি পৈতৃক ওয়ারিশসূত্রে উক্ত সম্পত্তির মালিক ও ভোগদখলকারী ছিলেন। তাঁর নামে আর.এস. জরিপ যথাযথভাবে সম্পন্ন ও প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে তিনি নিজ নামে জমাখারিজ সম্পন্ন করেন। এরপর লাল মিয়া ০৭/০৭/১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৮২৮ নং সাফ কবলা দলিলমূলে সাত মসজিদ গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য মিসেস দিল আফরোজা রহমানের নিকট ০৬১৯ অযুতাংশ এবং একই তারিখের ১০৮২৯ নং সাফ কবলা দলিলমূলে জনাব এ.এইচ.এম. মজিবুর রহমানের নিকট ০৬১৮ অযুতাংশ সম্পত্তি হস্তান্তর করেন; অর্থাৎ উভয়ের অনুকূলে সর্বমোট ১২৩৭ অযুতাংশ সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে ক্রেতাদ্বয় যথাক্রমে নামজারি মামলা নং ৭১৪৫/১৯৮০-১৯৮১ এবং ৬৭২১/১৯৮০-১৯৮১ মূলে নিজ নিজ নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন এবং নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধপূর্বক শান্তিপূর্ণভাবে সম্পত্তি ভোগদখল করতে থাকেন। পরবর্তীতে সিটি জরিপে তাঁদের নামে মহানগর খতিয়ান নং ১৬৭৪ সৃজিত হয়। এছাড়াও তাঁদের নামে সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং নং ৮ বরাদ্দ হয়। সাত মসজিদ গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে তাঁরা ভূমি ভরাটসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যয় পরিশোধ করেন এবং তাঁদের সদস্য নম্বর যথাক্রমে ৪৬ ও ৪৭ ছিল। এভাবে বৈধ মালিক ও দখলদার হিসেবে দীর্ঘদিন ভোগদখলে থাকার পর মিসেস দিল আফরোজা রহমান এবং জনাব এ.এইচ.এম. মজিবুর রহমান ২৩/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৩৭৬ নং সাফ কবলা দলিলমূলে দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের অনুকূলে 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

৮) দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণ উক্ত দলিলের ভিত্তিতে নিজ নামে নামজারি মামলা সম্পন্ন করে ১১১৮০ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন এবং নিয়মিত খাজনা পরিশোধপূর্বক বৈধভাবে উক্ত সম্পত্তি ভোগদখলে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত অর্থজারি মামলায় সম্পত্তি হস্তান্তরের অজুহাতে ২১/০৬/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তাঁদেরকে বেআইনিভাবে 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি হতে বেদখল করা হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে ডিক্রির আওতাবিহীন ও দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের বৈধ মালিকানাধীন 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় দখল লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা অত্র মিস মামলা দায়ের করেছেন।

৯) **১ নং প্রতিপক্ষ, National Bank Limited (ডিক্রিডার ব্যাংক), দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের আনীত**

**দরখাস্তের সকল বক্তব্য অস্বীকার করে বিস্তারিত লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন।** উক্ত লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য এই যে, দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ XXI, বিধি ৫৮ এর অধীনে দাখিলকৃত বর্তমান দরখাস্ত আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য, অরক্ষণীয় এবং বিবেচনার অযোগ্য। যাহা সরাসরি নামঞ্জুরযোগ্য হয়। ১ নং প্রতিপক্ষ এর বক্তব্য অনুযায়ী, তফসিলভুক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন জনাব ইমান আলী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র লাল মিয়া ও ইসমাইল মিয়া উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হন। উক্ত সম্পত্তি সি.এস. খতিয়ান নং ৪০৭-এর অন্তর্ভুক্ত এবং পরবর্তীতে এস.এ. খতিয়ান নং ৩৭৩-এ উক্ত সম্পত্তি তাঁদের নামে যথাযথভাবে জরিপ ও প্রকাশিত হয়।

১০) এরপর লাল মিয়া ও ইসমাইল মিয়া ২২/০৯/১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৩৯০ নং সাফ কবলা দলিলমূলে তফসিলভুক্ত সম্পত্তি জনাব মোঃ আলম হোসেনের নিকট বিক্রয় ও হস্তান্তর করেন। মোঃ আলম হোসেন পরবর্তীতে ৬৩/১৯৯৮ নং নামজারি মামলার মাধ্যমে ২১/০৬/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নিজ নামে নামজারি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে সিটি জরিপে তাঁর নামে সিটি জরিপ দাগ নং ৫৮২৫-এর অন্তর্ভুক্ত ২২.৫৫ শতক জমি নিয়ে সিটি জরিপ খতিয়ান নং ৩৪০ প্রস্তুত হয়। পরবর্তীতে মোঃ আলম হোসেন সি.এস. খতিয়ান নং ৪০৭, এস.এ. খতিয়ান নং ৩৭৩ এবং সি.এস./এস.এ. দাগ নং ৭৬২/৮৭৪-এর অন্তর্ভুক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক জমি ০৮/০৪/২০০১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৫৬ নং সাফ কবলা দলিলমূলে আলহাজ্ব মোঃ আসিফ ইকবালের নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে আসিফ ইকবাল ০২/০৫/২০০১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জমাভাগ মামলা নং ৫৫৮/২০০১ মূলে নিজ নামে জমাখারিজ সম্পন্ন করেন। আসিফ ইকবাল বৈধ মালিক ও দখলদার হিসেবে উক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক জমি ভোগদখলে থাকাবস্থায় ১০/০৯/২০০৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মেসার্স ভূইয়া স্টিল কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে উক্ত সম্পত্তি ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংকের অনুকূলে যথাযথভাবে বন্ধক প্রদান করেন।

১১) ঋণগ্রহীতা ঋণের কিস্তি ও বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংক অর্থঋণ মামলা নং ৭৪/২০০৭ দায়ের করে, যা ২৯/০৬/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রায় ও ডিক্রির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। পরবর্তীতে ডিক্রিকৃত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে ১ নং প্রতিপক্ষ অর্থজারি মামলা নং ২৬/২০১০ দায়ের করে এবং অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ধারা ৩৩(৭) অনুসারে ০৫/০৮/২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকানা সনদ (Certificate of Title) অর্জন করে। উক্ত মালিকানা সনদের ভিত্তিতে ব্যাংক ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জমাভাগ মামলা নং ২০৮৫/২০১৫-২০১৬ মূলে ১০৬৯১ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করে এবং ১৪২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করে। পরবর্তীতে ব্যাংক উক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করে এবং নিলাম খরিদদার ১০ নং প্রতিপক্ষ এর অনুকূলে ২৪/১১/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৮৫০৯ নং সাফ কবলা দলিল সম্পাদন ও নিবন্ধন করে। অতঃপর আদালতের নির্দেশক্রমে ২১/০৬/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উক্ত সম্পত্তির দখল ১০ নং প্রতিপক্ষ এর নিকট আইনানুগভাবে হস্তান্তর করা হয়। ১ নং প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছেন যে, দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের দাবিকৃত সম্পত্তি এবং প্রতিপক্ষগণের ডিক্রিভুক্ত ও নিলামকৃত সম্পত্তি পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে দরখাস্তকারীগণ যে সম্পত্তির দখল ফেরতের দাবি করেছেন, তার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। উপরোক্ত বাস্তব ও আইনগত পরিস্থিতির আলোকে ১ নং প্রতিপক্ষ অত্র মিস মোকদ্দমা নামঞ্জুর প্রার্থনা করেন।

১২) **খরিদদার ১০ নং প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে,** অত্র ১০ নং প্রতিপক্ষ ১ নং প্রতিপক্ষ ন্যাশন্যাল ব্যাংক হতে সরাসরি ২৪/১১/২০১৬ ইং তারিখে ৮৫০৯ নং কবলামূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন। ১০ নং প্রতিপক্ষ আদালত হতে নিলাম খরিদ করেননি। ১ নং প্রতিপক্ষ ন্যাশন্যাল ব্যাংক লিমিটেড দরখাস্ত বর্ণিত ২-৯ নং প্রতিপক্ষ বরাবর ২০০৩ ও ২০০৪ সনের দিকে ঋণ মঞ্জুর করিলে উক্ত ঋণের সিকিউরিটি বাবদ তাহারা

ক তফসিলোক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখে। উক্ত খনের টাকা অনাদায়ে ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংক তাদের বিরুদ্ধে ৭৪/২০০৭ অর্থখন মামলা দায়ের করে যা ০৫/০৭/২০০৯ ইং তারিখে রায় ডিক্রী হয়। নির্ধারিত সময়ে ডিক্রীকৃত টাকা পরিশোধ না করায় ১ নং প্রতিপক্ষ ২৬/২০১০ অর্থজারি মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে বর্ণিত ক তফসিলোক্ত সম্পত্তি জারি মামলায় নিলামে বিক্রয় ব্যর্থতায় ১ নং প্রতিপক্ষ আদালত হতে ৩৩(৭) ধারা মোতাবেক মালিকানা স্বত্বের সনদপত্র গ্রহন করেন এবং নিজ নামে জমাখারিজ খতিয়ান সৃজন করে। ১৪২৫ সন পর্যন্ত খাজনাদি পরিশোধ করে। পরবর্তীতে ১ নং প্রতিপক্ষ উক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তি ২৪/১১/২০১৬ ইং তারিখের ৮৫০৯ নং কবলামূলে ১০ নং প্রতিপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন এবং আদালতযোগে ২১/০৬/২০১৮ ইং তারিখে দখল হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে ১০ নং প্রতিপক্ষ নিজ নামে জমাখারিজ করতঃ নিয়মিত খাজনাদি পরিশোধক্রমে তথায় ৪ টি পাকা একতলা ঘর এবং কাঁচা পাকা ঘর নির্মাণ করিয়া ভোগদখলে আছেন। উল্লেখ্য যে, দরখাস্তকারী/৩য় পক্ষ আদালতে দরখাস্ত মাধ্যমে ক ও খ তফসিলের সম্পত্তির অবস্থান নির্ণয়ের জন্য একজন সার্ভে জানা এডভোকেট কমিশনার নিয়োগের আবেদন করিলে উক্ত এডভোকেট কমিশনার ক ও খ তফসিল সম্পত্তি আলাদা ও সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিবেদনের কোথাও উল্লেখ নেই যে ১০ নং প্রতিপক্ষ খ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি জোর পূর্বক দখল করিয়াছেন। এমতাবস্থায় অত্র প্রতিপক্ষ অত্র মিস মামলা খরচাসহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

#### বিচার্য বিষয়

১৩) অত্র মামলায় নিম্ন বর্ণিত বিচার্য বিষয় গঠন করা হলো-

- ১) অত্র মিস মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?
- ২) অত্র মিস মোকদ্দমা মঞ্জুরযোগ্য কিনা ?
- ৩) দরখাস্তকারীপক্ষ প্রার্থিতমতে প্রতিকার পাবেন কিনা ?

#### আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

১৪) অত্র মিস মামলা প্রমানার্থে দরখাস্তকারীপক্ষ ০১ এক সাক্ষী মফিজুর রহমান কে Pt.W.1 হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। জবানবন্দি প্রদানকালে Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় দলিলাদি নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

১। অর্থখন ৭৪/২০০৭ মামলার রায় ডিক্রীর সিসি কপি	প্রদর্শনী-১
২। পিটিশন ৩/২০১৮ মামলার ২৯/১/১৮ ইং তারিখের পুলিশ প্রতিবেদন ফটোকপি	
৩। পিটিশন ৯৭/২০১৭ মামলার ২৩/০৭/২০১৭ তারিখের পুলিশ প্রতিবেদন এর ফটোকপি	
৪। পিটিশন ৯৭/২০১৭ এর আরজির সি.সি কপি	প্রদর্শনী-২
৫। সি এস খতিয়ান নং ৪১১ এর সি.সি কপি	প্রদর্শনী-৩
৬। আর এস খতিয়ান নং-৫৮৯ এর মূল কপি	প্রদর্শনী-৪
৭। ০৭/০৮/১৯৮০ ইং তারিখের ১০৮২৮ নং কবলার সি.সি কপি	প্রদর্শনী-৫
৮। ০৭/০৮/১৯৮০ ইং তারিখের ১০৮২৯ নং কবলার সি.সি কপি	প্রদর্শনী-৬
৯। ২৫/১১/১৯৮০ ইং তারিখের নামজারি জমাভাগ ৭১৪৫/১৯৮০-৮১ এর সি.সি	প্রদর্শনী-৭
১০। খাজনা রশিদ ডি.সি আর এর ফটোকপি ৫ ফর্দ	প্রদর্শনী-

১১। ১৮/১১/১৯৮০ ইং তারিখের নামজারি জমাভাগ ৬৭২১/১৯৮০-৮১ এর সি.সি	প্রদর্শনী-৮ সি
১২। ঢাকা সিটি জরিপ খতিয়ান নং ১৬৭৪ এর মূল কপি	প্রদর্শনী-৯
১৩। ২৩/০৪/২০১৭ ইং তারিখের ৩১৩৭৬ নং দলিলের সি.সি কপি	প্রদর্শনী-১০
১৪। নামজারি জমাভাগ কেস নং ২১৫৭/২০১৬-১৭ তারিখ ৩০/৫/১৭ এর সিসি ও ডিসি আর	প্রদর্শনী-১১ সি
১৫। খাজনা দাখিলা	
১৬। বিদ্যুৎ বিলের মূল কপি ৩ ফর্দ	প্রদর্শনী-১২ সি
১৭। দিল আফরোজের নামজরি কেস এর ডি.সিআর ও খাজনা দাখিলা ১০ ফর্দ	প্রদর্শনী-১৩ সি
১৮। দরখাস্তকারী নামীয় খাজনা দাখিলা	প্রদর্শনী-১৪
১৯। মজিবুর রহমানের কিস্তি মানি রশিদ ও অন্যান্য উন্নয়ন চাঁদার রশিত ২০ ফর্দ	প্রদর্শনী-১৫ সি
২০। পিটি ৪৭/১৬ মামলার আদেশের সি.সি কপি	প্রদর্শনী-১৬
২১। ৯৭/২০১৭ মামলার আদেশের মূলকপি	প্রদর্শনী-১৭
২২। ০৯/২০১৭ মামলার আদেশের কপি	প্রদর্শনী-১৮

১৫) অপরদিকে প্রতিপক্ষ পক্ষে মামলা প্রমানার্থে ০৩ জন সাক্ষী উপস্থাপিত হয়েছে। ১ নং প্রতিপক্ষ ন্যাশনাল ব্যাংক পক্ষে শাহজাহান ফিরোজ (OP.W.1) এবং মোঃ আল আমিন চৌধুরী (OP.W-2) হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তির কথিত খরিদদার মোঃ ইয়াসিন হাওলাদার (OP.W-3) হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। জবানবন্দি প্রদানকালে সাক্ষী OP.W-3 কর্তৃক দাখিলীয় দলিলাদি নিম্নবর্ণিতভাবে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

১। সাফ কবলা দলিল নং ৮৫০৯ এর সি.সি কপি	প্রদর্শনী-ক
২। পজেশন/দখল সংক্রান্ত পত্র	প্রদর্শনী-খ
৩। নামজারি পর্চা ডি.সি আর ইত্যাদির কপি	প্রদর্শনী-গ সি.

১৬) এছাড়া আদালত মানিত সাক্ষী হিসাবে এডভোকেট কমিশনার মোহাম্মদ মহিফুল আলম C.W-1 হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাহার দাখিলকৃত কমিশন প্রতিবেদন [প্রদর্শনী-ক] ও তথায় তাহার সাক্ষর [প্রদর্শনী-ক/১] হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

১৭) উভয় পক্ষের সাক্ষীগণের মৌখিক সাক্ষ্য, দাখিলকৃত সকল দলিলাদি, আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বিজ্ঞ এডভোকেট কমিশনার জনাব মোহাম্মদ মহিফুল আলমের সাক্ষ্য, তাঁর দাখিলকৃত কমিশন প্রতিবেদন, ফিল্ড বুক, পেন্টাগ্রাফ, সি.এস., এস.এ., আর.এস. ও সিটি জরিপের নকশাসহ সমগ্র নথিপত্র অত্যন্ত সতর্কতা ও গভীর মনোযোগের সহিত পর্যালোচনা করিলাম। সামগ্রিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণ দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ XXI, বিধি ৫৮ এবং অর্থস্বর্ণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ধারা ৩২(২) এর অধীনে বর্তমান দরখাস্ত দাখিল

করিয়া দরখাস্তে বর্ণিত 'খ' তফসিলভুক্ত ৯.৯৭ শতাংশ ভূমিকে অর্থজারি মামলা নং ২৬/২০১০ এর কার্যক্রম হইতে অবমুক্ত ঘোষণার এবং উক্ত সম্পত্তির পুনঃদখল লাভের প্রার্থনা করিয়াছেন।

১৮) দরখাস্তকারী পক্ষের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, তাঁহারা বৈধ দলিল, নামজারি খতিয়ান, খাজনার দাখিলা, বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে উক্ত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির বৈধ মালিক ও দীর্ঘদিনের দখলদার ছিলেন। কিন্তু ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংকের দায়েরকৃত অর্থজারি মামলায় ডিক্রিভুক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তির পরিবর্তে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন দাগ, খতিয়ান ও চৌহদ্দির দরখাস্তকারীদের সম্পত্তি ভুলক্রমে প্রতিপক্ষ নং ১০-এর নিকট আদালতের মাধ্যমে দখল বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অপরদিকে ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংক লিখিত আপত্তিতে দাবি করিয়াছেন যে, জারি কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে আইনানুগভাবে সম্পন্ন হইয়াছে এবং দরখাস্তকারীদের দাবিকৃত সম্পত্তি ও ডিক্রিভুক্ত সম্পত্তি পৃথক হওয়ায় দরখাস্তকারীদের অবমুক্তি বা দখল পুনরুদ্ধারের কোনো আইনগত ভিত্তি নাই।

১৯) উভয় পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনায় প্রথমেই ইহা নির্দিধায় প্রতীয়মান হয় যে, 'ক' তফসিলভুক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তি অর্থঋণ মামলা নং ৭৪/২০০৭-এর ডিক্রিভুক্ত সম্পত্তি। পরবর্তীতে অর্থজারি মামলা নং ২৬/২০১০-এ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ধারা ৩৩(৭) অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংকের অনুকূলে ন্যস্ত হয় এবং পরবর্তীতে ২৪/১১/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ৮৫০৯ নং রেজিস্ট্রিকৃত কবলা দলিলমূলে ব্যাংক উহা ১০ নং প্রতিপক্ষ মোঃ ইয়াছিন হাওলাদারের নিকট হস্তান্তর করে। সুতরাং, দরখাস্তকারী পক্ষ নিলাম বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১০ নং প্রতিপক্ষ সরাসরি ব্যাংকের নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন যে 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি এবং দরখাস্তকারীদের দাবিকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি দাগ নম্বর, খতিয়ান, পরিমাণ ও চৌহদ্দির দিক হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র। অতএব, এই মামলার মূল বিরোধীয় প্রশ্ন একটিই ডিক্রিভুক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখল প্রদান করিবার নামে বাস্তবে দরখাস্তকারীদের মালিকানাধীন 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখল প্রতিপক্ষ নং ১০-কে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি না।

২০) দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব ও স্বার্থের প্রশ্নে দেখা যায় যে, প্রদর্শনী-৪ আর.এস. খতিয়ান নং ৫৮৯ অনুযায়ী আর.এস. দাগ নং ১৭৬৬, ১৭৬৭ ও ১৭৬৮ মোট ৭৭ শতক জমি লাল মিয়ার নামে রেকর্ডভুক্ত হয়। পরবর্তীতে লাল মিয়া ০৭/০৭/১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৮২৮ ও ১০৮২৯ নং কবলা দলিল (প্রদর্শনী-৫ ও ৬) মূলে যথাক্রমে মিসেস দিল আফরোজা রহমান এবং জনাব এ.এইচ.এম. মজিবুর রহমানের অনুকূলে মোট ১২৩৭ অযুতাংশ সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৭ ও ৮ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় ক্রেতা নিজ নিজ নামে নামজারি সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তীতে সিটি জরিপে ১৬৭৪ নং মহানগর খতিয়ানে ৫৮২৫ দাগে ০৯৯৭ অযুতাংশ সম্পত্তি তাঁদের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়। পরবর্তীতে তাঁহারা ২৩/০৪/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ৩১৩৭৬ নং কবলা দলিল (প্রদর্শনী-১০) মূলে দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-১১ অনুযায়ী দরখাস্তকারীগণ ১১১৮০ নং নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। প্রদর্শনী-১২ সিরিজভুক্ত খাজনার দাখিলা ও বিদ্যুৎ বিল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা বাস্তবে উক্ত সম্পত্তির দখলে ছিলেন। অতএব, উপর্যুক্ত ধারাবাহিক দলিলাদি ও দালিলিক প্রমাণের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণ 'খ' তফসিলভুক্ত ৯.৯৭ শতাংশ সম্পত্তির বৈধ মালিক ও দখলদার ছিলেন।

২১) অপরদিকে ১০ নং প্রতিপক্ষ এর খরিদ সূত্র যাচাই করিলে দেখা যায় যে, ৮৫০৯ নং কবলা দলিল (প্রদর্শনী-ক) অনুযায়ী তিনি 'ক' তফসিলভুক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত দলিল এবং ১ নং প্রতিপক্ষ ব্যাংক প্রদত্ত পজেশন লেটার (প্রদর্শনী-খ) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সম্পত্তির এস.এ. দাগ, আর.এস. দাগ এবং চৌহদ্দি দরখাস্তকারীদের সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আদালতের বেইলিফের ২১/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের দখলী পরওয়ানা

তামিল প্রতিবেদনেও ডিক্রিভুক্ত সম্পত্তির দখল প্রদান করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ আছে; কিন্তু বাস্তবে কোন স্থানে দখল প্রদান করা হইয়াছে, তাহাই বর্তমান বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু।

২২) দরখাস্তকারী পক্ষের অভিযোগের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণরূপে ১০ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় দায়েরকৃত পিটিশন মামলা নং ৪৭/২০১৬ ও ৯৭/২০১৭-এর পিটিশন, তদন্ত প্রতিবেদন ও আদেশনামা নথিতে সামিল পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মামলাসমূহের তফসিল এবং তদন্ত প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১০ নং প্রতিপক্ষ যে সম্পত্তির দখল দাবি করিতেছিলেন, তাহা বাস্তবে দরখাস্তকারীদের পূর্বতন মালিকগণ দিল আফরোজা রহমান ও এ.এইচ.এম. মজিবুর রহমানের দখলে ছিল। ইহা এই সিদ্ধান্তকে অধিকতর শক্তিশালী করে যে, ১০ নং প্রতিপক্ষ ক তফসিলোক্ত সম্পত্তি খরিদের পর হইতেই দরখাস্তকারীদের দখলীয় সম্পত্তিকেই নিজের খরিদকৃত সম্পত্তি মনে করিয়া দাবি করিয়া আসিতেছিলেন।

২৩) মামলার প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বিজ্ঞ এডভোকেট কমিশনার (C.W.1) সরেজমিন তদন্ত পরিচালনা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট দাগ, খতিয়ান, নকশা, মাঠ জরিপ ও চৌহদ্দি নিরূপণ করিয়া কমিশন প্রতিবেদন, ফিল্ড বুক ও পেন্টাগ্রাফ দাখিল করেন এবং আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া উক্ত প্রতিবেদন সমর্থন করেন।

কমিশন প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, 'ক' তফসিলভুক্ত চ.চ.৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তি এবং 'খ' তফসিলভুক্ত ৯.৯৭ শতাংশ সম্পত্তির অবস্থান, পরিমাণ, দাগ নম্বর, রাস্তার অবস্থান এবং চৌহদ্দি একে অপরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

২৪) উভয় পক্ষের তফসিল এবং কমিশনারের দাখিলকৃত প্রতিবেদন, ফিল্ড বুক ও সংশ্লিষ্ট জরিপ নকশাসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১০ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক খরিদকৃত 'ক' তফসিলভুক্ত চ.চ.৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তি এস.এ.

৩৭৩ নং খতিয়ানের এস.এ. দাগ নং  $\frac{৭৬২}{৮৭৪}$ , আর.এস. ৩৪ নং খতিয়ানের আর.এস. দাগ নং ১৭৬৩ এবং ঢাকা সিটি জরিপের ৫৮২৫ নং দাগভুক্ত সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি উত্তর দিকে রাস্তা এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দাগের জমি দ্বারা বেষ্টিত। অপরদিকে দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের দাবিকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত ০৯৯৭ অযুতাংশ (অর্থাৎ ৯.৯৭ শতাংশ) সম্পত্তি এস.এ. ৩৭৭/১ ও ৪৩৯ নং খতিয়ানের এস.এ. দাগ নং ৭৬০ ও ৭৬২, আর.এস. ৫৮৯ নং খতিয়ানের আর.এস. দাগ নং ১৭৬৬, ১৭৬৮ ও ১৭৭২ এবং ঢাকা সিটি জরিপের ৬৩০১ (আংশিক), ৬৩৪৪ (আংশিক) ও ৫৮২৫ (আংশিক) নং দাগভুক্ত সম্পত্তি। দরখাস্তকারীর দাখিলীয় নামজারি ও জমাভাগ প্রস্তাবপত্রে উল্লেখমতে, উক্ত ০৯৯৭ অযুতাংশ সম্পত্তি এস এ ৭৬২ ও আর এস ১৭৬৬ দাগ হতে আগত মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য, সিটি জরিপের ৫৮২৫ নং দাগের মোট পরিমাণ ৪.৪৪৭২ একর, যার মধ্যে দরখাস্তকারী পক্ষ ০৯৯৭ অযুতাংশ সম্পত্তির উপর স্বত্ব দাবি করিয়াছেন।

২৫) উভয় পক্ষের দাবিকৃত তফসিলসমূহ তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সিটি জরিপে উভয় পক্ষের দাবিকৃত সম্পত্তি একই ৫৮২৫ নং দাগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহাদের মূল উৎস, আর.এস. খতিয়ান, দাগ নম্বর, পরিমাণ এবং অবস্থান পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক। দরখাস্তকারী পক্ষের দাবিকৃত সম্পত্তি আর.এস. ৫৮৯ নং খতিয়ানের ১৭৬৬, ১৭৬৮ ও ১৭৭২ নং দাগ ভুক্ত; পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের দাবিকৃত সম্পত্তি আর.এস. ৩৪ নং খতিয়ানের ১৭৬৩ নং দাগভুক্ত। সুতরাং কেবলমাত্র উভয় সম্পত্তি সিটি জরিপের একই ৫৮২৫ নং দাগের অংশবিশেষ হওয়ায় উহাদের অভিন্ন সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। বরং সংশ্লিষ্ট এস.এ. ও আর.এস. রেকর্ড, দাগ নম্বর, পরিমাণ ও চৌহদ্দির মৌলিক পার্থক্য হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'ক' ও 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি স্বতন্ত্র, পৃথক এবং ভিন্ন অবস্থানের সম্পত্তি।

২৬) কমিশনার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উত্তরে ২০ ফুট প্রশস্ত ৫ নং রোড অবস্থিত, পক্ষান্তরে 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উত্তরে ২০ ফুট প্রশস্ত ৬ নং রোড অবস্থিত। উভয় সম্পত্তির আর.এস. দাগ নম্বর, এস.এ. দাগ নম্বর এবং চৌহদ্দির ভিন্নতা তাঁহার মাঠ জরিপে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কমিশনারের অঙ্কিত ফিল্ড বুক ও নালিশী প্লটের চিত্রে প্রতীয়মান হয় যে, আদালতের মাধ্যমে ১০ নং প্রতিপক্ষ কে যেই ভৌত সম্পত্তির দখল প্রদান করা হইয়াছে, তাহা বাস্তবে দরখাস্তকারীদের 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির সহিত মিলে যায়, ডিক্রিভুক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির সহিত নহে।

২৭) প্রতিপক্ষ পক্ষ কমিশনারকে জেরা করিয়াও তাঁর প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য খণ্ডন করিতে সক্ষম হন নাই। জেরায় এমন কোনো অসামঞ্জস্য, ত্রুটি বা পক্ষপাতিত্ব উদ্ঘাটিত হয় নাই, যাহার ভিত্তিতে কমিশন প্রতিবেদনকে অবিশ্বাস্য বলা যায়। বরং কমিশনারের প্রতিবেদন নিরপেক্ষ, কারিগরি বিশ্লেষণসমৃদ্ধ এবং নথিপত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় আদালত কর্তৃক উক্ত কমিশন প্রতিবেদনকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হলো।

উপর্যুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ, দালিলিক উপাত্ত, মামলার নথি এবং কমিশন প্রতিবেদনের সমন্বিত মূল্যায়নে অত্র আদালতের এরূপ অভিমত যে-

১। দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণ 'খ' তফসিলভুক্ত ৯.৯৭ শতাংশ ভূমির বৈধ মালিক ও প্রকৃত দখলদার ছিলেন;

২। উক্ত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অর্থজারি মামলা নং ২৬/২০১০-এর ডিক্রিভুক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত ৮.৮৭<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতক সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র;

৩। ভুলক্রমে ও আইনবহির্ভূতভাবে ডিক্রিভুক্ত সম্পত্তির দখল প্রদান করিবার নামে দরখাস্তকারীদের সম্পত্তির দখল ১০ নং প্রতিপক্ষ এর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে; এবং

৪। দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণ উক্ত সম্পত্তিকে জারি কার্যক্রম হইতে অবমুক্ত ঘোষণা এবং পুনরায় দখল লাভের আইনগত অধিকারী।

সুতরাং, দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের আনীত দরখাস্তটি গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত হওয়ায় মঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয় যে

দরখাস্তকারী/৩য় পক্ষ কর্তৃক আনীত অত্র মিস দরখাস্ত বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো।

দরখাস্তে বর্ণিত 'খ' তফসিলভুক্ত ৯.৯৭ শতাংশ ভূমি অর্থজারি মামলা নং ২৬/২০১০-এর কার্যক্রম হইতে অবমুক্ত ঘোষণা করা হইল। প্রতিপক্ষগণ, বিশেষত ১ ও ১০ নং প্রতিপক্ষ এই আদেশের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির শান্তিপূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন দখল দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণের নিকট বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় দরখাস্তকারী/তৃতীয় পক্ষগণ আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আদালতের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার করিবার অধিকারী হবেন।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান  
জজ  
অর্থখন আদালত নং-১, ঢাকা

মোঃ হাসান জামান  
জজ  
অর্থখন আদালত নং-১, ঢাকা